بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہٗ و نصلّی علیٰ رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ সমর্পণ ও ভরসা – মহানবী (সা.)-এর পুণ্যময় জীবনচরিত্রের এক পরিপূর্ণ ও সুউচ্চ আদর্শ।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৪'ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মহানবী (সা.)-কে পরিপূর্ণ মানব বানিয়ে সমগ্র মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেন এবং প্রতিটি নৈতিক গুণাবলীকে তাঁর সত্তায় প্রথিত করে তাঁকে মহান চরিত্রে উন্নীত করেছেন এবং মু'মিনদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যদি নিজেদের মাঝে সৎ গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে এবং নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে চাও তাহলে এই মহান রসূল (সা.)-এর অনুসরণ করো, কেননা এটিই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র মাধ্যম। মহানবী (সা.) স্বয়ং প্রতিটি নৈতিক গুণকে উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি মু'মিনদেরও সেই উচ্চমান অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার তাকিদ দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনচরিতের আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ ভরসার গুণটিও অত্যন্ত ভাস্বর ও সুস্পষ্ট।

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, হে নবী! আমি তোমাকে সমগ্র জগতের পরিদর্শক, মু'মিনদের সুসংবাদদাতা এবং কাফিরদের জন্য সতর্ককারী, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী এবং এক প্রদীপ্ত সূর্য হিসেবে প্রেরণ করেছি। মু'মিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক মহা অনুগ্রহ রয়েছে। আর কাফির ও মুনাফিকদের অনুগত্য করো না এবং তাদের কষ্টদানকে উপেক্ষা করো। আর সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করো, আর কার্যনির্বাহী হিসেবে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। এখানে মু'মিনদের জন্যও সুসংবাদ রয়েছে যে, তারা যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী মেনে চলে এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা তাদের প্রতিটি সংকট ও প্রতিকূলতায় যথেষ্ট হবেন। অপর এক স্থানে বলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই আর মু'মিনদের আল্লাহ্‌তা'লার ওপরই ভরসা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর পবিত্র জীবনের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মহানবী (সা.) ছিলেন চরম মাত্রার একনিষ্ঠ, নিখাদ অন্তর ও নির্মল হৃদয়ের অধিকারী, খোদার রাস্তায় প্রাণোৎসর্গকারী এবং সৃষ্টিজগতের ভয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র ওপর পরম ভরসাকারী। নবীগণের জীবন-ঘটনাবলীতে সংকটের এমন ঘোরতর মুহূর্তসমূহ এবং তৎপর খোদার ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে দৃঢ়পদ ও অবিচল থাকার এমন অনন্য দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়টি মেলে না।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, 'তাবাত্তুল' অর্থাৎ দুনিয়ার বন্ধন ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গতা স্থাপনের ব্যবহারিক রূপায়ণ ছিলেন আমাদের রসূলুল্লাহ্ (সা.)। তাঁর নিকট না ছিল কারো প্রশংসার

কোনো পরোয়া, আর না ছিল কারো নিন্দার তোয়াক্কা। তাঁর সামনে অগণিত দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিকূলতা উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু কোনো প্রলোভন ও লোভ-লালসা তাঁকে সেই মহতী দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারেনি, যা তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সম্পাদন করতে এসেছিলেন। যে ব্যক্তি খোদা-প্রেমিক ও দুনিয়া-বিমুখ হবে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই খোদার ওপর পূর্ণ ভরসাকারীও হবে। বস্তুত 'পূর্ণ ভরসাকারী' হওয়ার জন্য 'খোদা-প্রেমিক' হওয়া পূর্বশর্ত। মানবজাতি যতক্ষণ অন্যদের ওপর ভরসা ও নির্ভরতা বজায় রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা অর্জিত হতে পারে না। মানুষ যখন খোদার দিকে ধাবিত হয়ে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন সে দুনিয়ার সাথে সমস্ত অলীক সম্পর্ক ছেদ করে খোদার সাথে আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ছিলেন পরিপূর্ণ 'খোদা-প্রেমিক' এবং 'পূর্ণ ভরসাকারী'।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এটি মনে করো না যে, আল্লাহ্‌তা'লা অসহায়, বরং তিনি মহা-ক্ষমতার অধিকারী। কোনো বিষয়ে তাঁর প্রতি ভরসা করলে তিনি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন। তাকওয়ার একটি কল্যাণ হচ্ছে, আল্লাহ্‌তা'লা মুত্তাকীকে সেসব বিপদাপদ থেকেও মুক্তি দান করেন যা ধর্মীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌তা'লা মুত্তাকীকে বিশেষ পদ্ধতিতে রিযিক দান করেন। মহানবী (সা.)-কে নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও সমগ্রজগতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে–যাদের মাঝে আহলে কিতাব, দার্শনিক, উন্নত পর্যায়ের শিক্ষিত, বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকেরা ছিলেন, কিন্তু তিনি এত অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক রিযিক লাভ করেছিলেন যে, তিনি সবার ওপর জয় লাভ করেছেন এবং তাদের সবার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন।

হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা যদি সেভাবে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো যেভাবে তাঁর ওপর ভরসা করা উচিত তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে তেমনি রিযিক দেওয়া হবে যেভাবে পাখিদের দেওয়া হয়। তারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে।

হযরত আবুযার (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে মহানবী (সা.) বলেন, জগতের প্রতি অনীহা প্রকাশের অর্থ হালালকে হারাম করা নয় এবং সম্পদ ধ্বংস করাও নয়। দুনিয়ার প্রতি অনীহা হলো, তোমার দু'হাতে যা রয়েছে তার চেয়ে খোদার হাতে যা রয়েছে তা যেন তোমার নিকট অধিক নির্ভরযোগ্য হয়।

হুযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) নিজের দৈনন্দিন কাজে আল্লাহ্‌তা'লার ওপর ভরসা রেখে দোয়া করতেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন নিজের বাড়ি থেকে বের হতেন তখন এই বলে দোয়া করতেন, "আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি), আমি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করি। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই এথেকে যে, আমরা যেন পিছলে না যাই অথবা বিভ্রান্ত না হই অথবা আমরা যেন অত্যাচার না করি অথবা আমাদের ওপর যেন অত্যাচার করা না হয় অথবা আমরা যেন মূর্খতাপূর্ণ আচরণ না করি অথবা আমাদের সাথেও যেন মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করা না হয়। হযরত বুরায়দাহ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বাড়ি থেকে বাইরে বের হতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেন, "আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি)! আমি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করি এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত সৎকাজের কোনো শক্তি নেই এবং মন্দ কাজ থেকে বাঁচারও কোনো ক্ষমতা নাই। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এথেকে যে, আমি যেন পথভ্রষ্ট না হই অথবা আমাকে যেন পথভ্রষ্ট করা না হয়; আমি যেন স্খলনের শিকার না হই অথবা আমাকে যেন স্খলনে ফেলা না হয়; আমি যেন কারো ওপর অত্যাচার না করি অথবা আমার ওপর যেন অত্যাচার করা না হয়; আমি যেন মূর্খতার কাজ না করি অথবা আমার সাথে যেন মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করা না হয়; আমি যেন কারো ওপর বাড়াবাড়ি না করি অথবা আমার সাথেও যেন বাড়াবাড়ি করা না হয়।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-এর কাছে গমন করলেন। তিনি তাঁর কাছে খেজুরের একটি স্তূপ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন: 'হে বেলাল! এটি কী?' হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করলেন, 'এগুলো কিছু খেজুর, যা আমি আপনার (ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের) জন্য সঞ্চয় করে রেখেছি।' তা শুনে মহানবী (সা.) বললেন: 'হে বেলাল! তোমার কি এই ভয় হয় না যে, কিয়ামতের দিন এর ধোঁয়া জাহান্নামে উত্থিত হবে? হে বেলাল! অকাতরে ব্যয় করো এবং আরশের মালিকের পক্ষ থেকে অভাব-অনটনের ভয় করো না।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মানুষের ঈমানের উৎকর্ষ ও অগ্রগতি তখনই সম্ভব, যখন সে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এবং খোদার ওপর তার পূর্ণ ভরসা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে। মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেছিলেন, 'তুমি কি আগামীকালের খোদার ওপর ঈমান রাখো না? যে খোদা তোমাকে আজ দান করছেন, তিনি কি আগামীকাল দান করবেন না?' কিন্তু এই উপদেশের অর্থ এটি নয় যে, অপচয় করা হবে কিংবা জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের বন্দোবস্ত করা হবে না। বরং প্রয়োজন হলো, বাহ্যিক মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে হবে এবং একই সাথে আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ ভরসাও রাখতে হবে। তাওয়াক্কুলের অর্থ এটি নয় যে, সতর্কতা অবলম্বন করা হবে না কিংবা মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা হবে না।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নিবেদন করল: 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি কি উটের হাঁটু বেঁধে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করব, নাকি তাকে বাঁধনহারা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করব?' উত্তরে তিনি (সা.) বললেন: 'তুমি এর হাঁটু বাঁধো, তারপর আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, খোদার ওপর ভরসা রাখার অর্থ এটি নয় যে, মানুষ চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কৌশল পরিত্যাগ করবে; বরং এর প্রকৃত অর্থ হলো– যাবতীয় চেষ্টা ও কৌশল পুরোপুরি প্রয়োগ করে ফলাফল খোদার ওপর সোপর্দ করা, আর এরই নাম তাওয়াক্কুল। মানুষ যদি কোনো কৌশল অবলম্বন না করে কেবল আল্লাহ্‌র ওপর ভরসার দাবি করে, তবে তার সেই তাওয়াক্কুল অন্তঃসারশূন্য বা অসার; আর সে যদি কেবল উপায়ের ওপর ভরসা করে খোদার ওপর ভরসা না করে, তবে সেই কৌশল ও চেষ্টাও নিষ্ফল।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা মহানবী (সা.)-এর কাছে কিছু দিনার এলো। তিনি তার মধ্য হতে অধিকাংশ বণ্টন করে দিলেন এবং মাত্র ছয়টি দিনার অবশিষ্ট থেকে গেল, যা তিনি তাঁর পূত-পবিত্র সহধর্মিনীগণের একজনের কাছে গচ্ছিত রাখলেন। অতঃপর তাঁর অন্তিম অসুস্থতার দিনগুলোতে তিনি সেই দিনারগুলোর বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, সেগুলো এখনো ব্যয় করা হয়নি, তখন দিনারগুলো আনানো হলো। মহানবী (সা.) সেগুলো নিজের হাতের তালুতে রাখলেন, গণনা করলেন– তা ছয়টি দিনারই ছিল এবং বললেন: 'মুহাম্মদের তাঁর রবের ওপর কেমন তাওয়াক্কুল হলো, যদি খোদার সাথে সাক্ষাৎ ও দুনিয়া থেকে বিদায়ের মুহূর্তেও এই দিনারগুলো তাঁর কাছে গচ্ছিত থাকে?' অতঃপর তিনি সেই সমস্ত দিনার আল্লাহ্‌র পথে দান করে দিলেন এবং সেই দিনই তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, আমাদের ওপর তো কেবল তা-ই আপতিত হয়, যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের একমাত্র অভিভাবক, আর মু'মিনদের কেবল আল্লাহ্‌র ওপরই পূর্ণ ভরসা রাখা উচিত।

মহানবী (সা.)-এর পূত-পবিত্র জীবনে আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ ভরসার এক অনন্য ও সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুসায়লামা কাযযাবের ঘটনাতেও পরিলক্ষিত হয়। মুসায়লামা কাযযাব রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই উপস্থিত হয়ে দাবি করেছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) যদি তাঁর পর আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত বা উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, তবেই আমি তাঁর অনুসরণে সম্মত হব। সে নিজের গোত্রের এক বিশাল দল নিয়ে মদীনায় আগমন করে। মহানবী (সা.) স্বয়ং তার কাছে গমন করেন এবং হযরত সাবিত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাস (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। তখন মহানবী (সা.)- এর হাতে খেজুর গাছের একটি শাখা ছিল। তিনি মুসায়লামার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে বললেন: "তুমি যদি আমার কাছে এই শাখাটিও চাও, আমি তোমাকে তাও দেবো না। তুমি কখনোই আল্লাহ্‌র ফয়সালাকে অতিক্রম করতে পারবে না। আর তুমি যদি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাও, তবে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাকে ধ্বংস ও বিনাশ করবেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর কোনো কাজেই জগৎ ও জগৎপূজারীদের প্রতি দৃষ্টি ছিল না এবং পার্থিব উপায়-উপকরণের দিকে তিনি চোখ তুলেও তাকাতেন না। প্রতিটি কাজে তাঁর দৃষ্টি খোদাতা'লার প্রতিই নিবদ্ধ থাকতো যে, যা কিছু করার তিনিই করবেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র ওপর ভরসার এক নিখুঁত ও পরিপূর্ণ বাস্তব রূপায়ণ। মুসায়লামা মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এক বিশাল ও দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনায় আগমন করে এবং এই নিবেদন জানায় যে, তিনি (সা.) যদি তাকে তাঁর পর খলীফা করেন, তবে সে তার দলবলসহ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেবে। কিন্তু মহানবী

(সা.) তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সেটি এমন এক সময় ছিল যখন কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপট ছিল চরম শিখরে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নানাভাবে নির্যাতন করা হচ্ছিল, কায়সার ও কিসরার শাসকরা একের পর এক হুঙ্কার ও আদেশ পাঠাচ্ছিল, বনু গাসসান যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং বিভিন্ন রাজশক্তি এই নতুন ধর্মকে চরম সন্দেহ ও সংশয়ের চোখে দেখছিল। এমন এক সংকটময় মুহূর্তে মানবীয় বুদ্ধির দাবি ছিল বন্ধু ও শত্রু উভয়কেই নিজেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা; কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ ভরসা ছিল একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর। তাঁর পবিত্র হৃদয় ছিল অলঙ্ঘনীয় সুদৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এবং বক্ষদেশ ঈমানের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও মুসায়লামা ও তার বাহিনীর ওপর ভরসা করা সমীচীন মনে করেননি এবং পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, যদি খেজুর বৃক্ষের একটি শাখার বিনিময়েও তার সমর্থন লাভ করতে হয়, তবে তিনি তার দিকে চোখ তুলেও তাকাবেন না। এই ঘটনা থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মহানবী (সা.)-এর এই প্রত্যাখ্যান কোনো পার্থিব স্বার্থের জন্য ছিল না; বরং তা ছিল আল্লাহ্‌র ওপর অপরিসীম বিশ্বাস ও নিখুঁত তাওয়াক্কুলের ফলশ্রুতির প্রতিফলন। তিনি নিজ সন্তানদেরও নিজের পর স্থলাভিষিক্ত করেননি, বরং হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি চাইলে মুসায়লামাকে বন্দী করে হত্যা করাতে পারতেন, কারণ সে মদীনায় তাঁর হাতের নাগালের মধ্যেই ছিল; কিন্তু এই বিষয়েও তিনি আল্লাহতা'লার ওপরই পূর্ণ ভরসা করেছিলেন যে, আল্লাহ্ নিজেই এই উপদ্রবকারীকে ধ্বংস ও বিনাশ করবেন। অতএব, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবন আমাদের তাওয়াক্কুলের এই উচ্চাঙ্গের মহৎ আদর্শ প্রদর্শন করে যে– আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে ধাবিত হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টিকে সর্বাগ্রে রাখা, জাগতিক বিরোধিতা দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হওয়া, বাহ্যিক মাধ্যমসমূহ গ্রহণের পর ফলাফল একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর সোপর্দ করা এবং সর্বাবস্থায় তাঁর সাহায্যের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখাই হলো প্রকৃত তাওয়াক্কুল। আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

জুমুআর খুতবার শেষাংশে হুযূর আনোয়ার (আই.) তিন জন প্রয়াত ব্যক্তিত্ব– মান্ডি বাহাউদ্দিনের শহীদ মির্জা সাফদার মাহমুদ সাহেব, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর দৌহিত্রী আযিযাহ আমাতুল আযিয সাহেবা এবং সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার পেনশনভোগী জনাব রশীদ আহমদ আয়ায সাহেব–তাঁদের স্মৃতিচারণ ও প্রশংসনীয় অবদান উল্লেখ করে গায়েবানা জানাযার নামায পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

4'th September 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in